গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
www.mor.gov.bd

বিষয়ঃ যৌথ ইশতেহার এবং উন্নয়ন সহযোগীতার জন্য কাঠামোগত চুক্তির আওতায় উপ-আঞ্চলিক সহযোগীতার অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৬.০৮.২০১৫ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (২য় তলা), রেল ভবন, ঢাকা।

০২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা (পরিশিষ্ট-ক)।

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) কে বিষয়বলী উপস্থাপনের আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভারত সফরকালে ১২/০১/২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতা সংক্রান্ত যৌথ ইশতেহারের ২৪,২৫,২৬ এবং ৩৮ নং অনুচ্ছেদে রেলপথের উন্নয়ন সংক্রান্ত ঘোষনাসমূহ অন্তর্ভূক্ত আছে। উক্ত ঘোষনাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আখাউড়া-আগরতলা রেল লিংক স্থাপন, মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন পরিচালনা, রোহানপুর-সিংগাবাদ ব্রডগেজ রেললিংক স্থাপনের মাধ্যম নেপালের জন্য ট্রানজিট সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিরল-রাধিকাপুর রেললিংকের মাধ্যমে ভূটানের জন্য ট্রানজিট লিংক স্থাপনের বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত আছে। এছাড়া ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত আছে।

০৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রেলযোগাযোগ বিভিন্ন ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টসমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি সকলকে অবহিত করেন। তিনি জানান যে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৭টি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট আছে। এর মধ্যে-

(ক) দর্শনা-গেদে সাধারনত ফ্রেইট ট্রেন চলাচল করতো। ২০০৮ সাল থেকে ঢাকা-কলকাতা যাত্রীবাহী ট্রেন "মৈত্রী এক্সপ্রেস" চলাচল শুরু করে। বর্তমানে সপ্তাহে ৩(তিন) দিন ঢাকা হতে ছেড়ে যায়।

(খ) বেনাপোল-পেট্রাপোল রুটে বর্তমানে শুধুমাত্র ফ্রেইট ট্রেন চলাচল করছে এ রুটে খুলন-কলকাতা ২য় মৈত্রী এক্সপ্রেস চালুর বিষয়টি প্রস্তাব করা হয়েছে তা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন।

(গ) রোহানপুর-সিংগাবাদ রুটে ভারত হয়ে নেপাল গমনের ট্রানজিট সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে যে পথে ইতোমধ্যে নেপালের জন্য ২৩০০০ মে. টন সার প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভারতীয় মালবাহী ট্রেন চলাচলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভারতীয় Boxn Type Wagon চলাচলের বিষয়ে জিআইবিআর এর অনুমোদন প্রয়োজন বিধায় বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। তবে রোহানপুর এর পরিবর্তে ২৫ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরে আমনূরাতে কাস্টমস্ ব্যবস্থা চালু অধিক সুবিধাজনক হতে পারে। বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ঘ) বিরল-রাধিকাপুর রুটে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মিটার গেজ রেল চলাচল ছিলো। ভারতীয় অংশের রেললাইন রাধিকাপুর পর্যন্ত এমজি হতে বিজিতে রূপান্তর করায় এবং বাংলাদেশ অংশে এমজি থাকায় এ অংশে রেলচলাচল বন্ধ থাকে। উক্ত সেকশন পুনঃ সংযোগের উদ্দেশে বাংলাদেশ অংশে পার্বতীপুর হতে বিরল পর্যন্ত মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েল গেজে এবং বিরল হতে বিরল সীমান্ত পর্যন্ত ব্রডগেজ রূপান্তরের প্রকল্প নেয়া হয়েছে যার আগস্ট/২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি ৯৩.৮০%। ডিসেম্বর/২০১৫-এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবার পর এ রুটটি চালু হলে ভারতের সাথে ইন্টারচেঞ্জ এবং ভূটানের সাথে ট্রানজিট চালু করা যাবে।

(ঙ) শাহবাজপুর-মহিশশান রুটে ২০০২ সাল পর্যন্ত মালবাহী ট্রেন চলাচল করতো। রেলট্র্যাকের নাজুক পরিস্থিতির কারনে এ সেকশনটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ সেকশনটি পুনরায় চালু করার জন্য ইতোমধ্যে ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সেকশনে ডুয়েল গেজ স্থাপনের বিষয়ে ইতোমধ্যে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে এবং কনসালটেন্সি ফার্মের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

(চ) চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রুটটি ১৯৬৫ সাল থেকে বন্ধ আছে। এটি ভূটানের সাথে রেলযোগাযোগ স্থাপনের সবচেয়ে সুবিধাজনক রুট। গত ২১-২৩ এপ্রিল. ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃদেশীয় রেলওয়ে সভায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পুনরায় চালু করার প্রস্তাব উপস্থাপন করে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব প্রেরণ করেনি। তবে ইতোমধ্যে সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং চলাচলের জন্য গত ২৮-০১-২০১৫ তারিখ হতে খুলে দেয়া হয়েছে।

(ছ) বুড়িমারি-চেংরাবান্দা ইতোমধ্যে লালমনিরহাট বুড়িমারি সেকশন সংস্কার করা হয়েছে। তবে এ সেকশনে আরো ৩ কিঃমিঃ নতুন বিজি রেললাইন স্থাপন এবং ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে বাংলাদেশ, ভারত ও ভূটানের মধ্যে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে।

০৫। এছাড়া তিনি আখাউড়া-আগরতলা রেললিংক স্থাপনের বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন যে, গত ১৬-০২-২০১৩ তারিখে এ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সম্মতি প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। তিনি আরোও জানান যে, ফেনী-বিলোনিয়া রেললিংক পুনরায় চালুর বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টেকনো-ইকোনোমিকাল ফিজিবিলিটি টেস্ট সম্পাদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে যা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে।

০৬। পরিচালক (ট্রাফিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে এ পর্যায়ে সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সপ্তাহে ০৬ দিন মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করে। দিনে দিনে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ট্রেনে ভাড়ার ৭৫% অংশ বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং অবশিষ্ট ২৫% ভারতীয় রেলওয়ে পায়। সভাপতি মহোদয় মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি, পরিবহন সময় হ্রাস এবং খুলনা-কলকাতা রুটে ২য় মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৭। এছাড়া যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয় সকলকে অবহিত করেন যে, ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ে ১২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৬টি প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে

সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। অতি শীঘ্রই ৩টি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

০৮। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(ক) মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি আগামী আন্তঃদেশীয় রেলওয়ে সভার এজেন্ডাভুক্ত করতে হবে।

(খ) মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিবহন সময় কমানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে অন্তর্ভূক্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(গ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে রোহানপুরের পরিবর্তে আমনুরাতে কাস্টমস্ সুবিধা চালুর বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সমন্বয় পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(ঘ) পার্বতীপুর-বিরল সেকশনে ডুয়েল গেজ স্থাপন এবং বিরল সীমান্ত পর্যন্ত ব্রডগেজ স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সম্পাদন করতে হবে।

(ঙ) ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের কাজ যথাসময়ে সম্পাদন করতে হবে।

(চ) খুলনা-কলকাতা রুটে ২য় মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা অব্যহত রাখতে হবে।

(ছ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া অবশিষ্ট রেললিংকসমূহ পুনরায় চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

০৯। আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব